কৃষি সমাচার

বিশেষ সংখ্যা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা

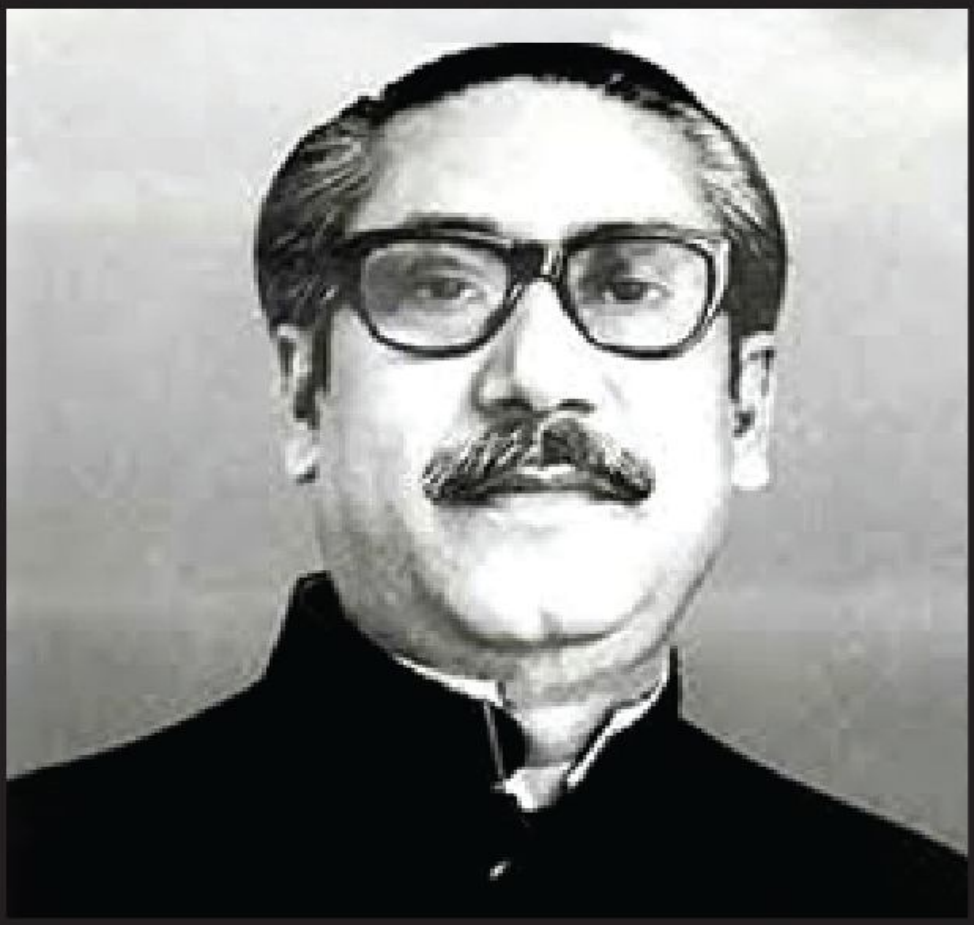

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

বিশেষ সংখ্যা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ নাসিরুজ্জামান
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
রওনক মাহমুদ
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আব্দুল জলিল
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম
সচিব (যুগ্মসচিব)

সম্পাদক
মোঃ তোফায়েল আহমদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

প্রকাশক
শেখ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০।

সহযোগিতায়
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশ কমিটি

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বিশেষ সংখ্যা ১৫ আগস্ট
রেজিঃ নং-ডি এ ১৩
বর্ষ ঃ ৪৯, ২০১৬, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

মুদ্রণে
প্রিন্টোলাইন
১৮৯ ফকিরাপুল, খাবির প্লাজা,
(২য় তলা), ঢাকা-১০০০।

চেয়ারম্যান এর বাণী

১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে মানব ইতিহাসের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতীয় শোক দিবসে আমি মহান আল্লাহ দরবারে জাতির পিতাসহ সেদিনের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী, সাহসী এবং ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বাঙালি পেয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র, নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধপরাধী চক্র জাতির পিতাকে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর আজীবন স্বপ্ন ছিল এ দেশের কোটি মানুষের দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। তাঁর সে স্বপ্ন পূরণ করতে বিএডিসি কৃষকদের মধ্যে উন্নত মানের বীজ ও সারের ব্যবহার এবং সেচ ব্যবস্থাপনার প্রচলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আসুন, আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করে তাঁর স্বপ্ন সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করি।

(মো: নাসিরুজ্জামান)
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বিএডিসি

বঙ্গবন্ধু ও বিএডিসি

মোঃ কুতুব উদ্দিন ও জান মোহাম্মদ, সভাপতি ও
সাধারণ সম্পাদক, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ)

১৯৬১ সনের ১৬ অক্টোবর খাদ্য কমিশনের এক অর্ডিন্যান্সমূলে সৃষ্টি হয় তদানীন্তন ইপিএডিসি। কৃষি-কৃষক ও দেশবাসীর সেবাদান করাই ছিল কর্পোরেশন সৃষ্টির মূলমন্ত্র (যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য)। ১৯৬১ হতে ১৯৭১ দীর্ঘ ১০টি বছর। তারপর স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংস্থাটিকে ঢেলে সাজাতে মনোনিবেশ করেন।

কৃষিমন্ত্রী হিসেবে আব্দুস সামাদ আযাদকে দায়িত্ব দিলে তিনি কৃষি ভবনে বসেই অফিস করতেন। তখন দেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। কৃষকের দোর গোড়ায় কৃষি উপকরণ পৌঁছে দেয়ার মানসে সংস্থার নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। সে সময় কীটনাশক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হ'তো। সার বিপণন, বীজ বিতরণ, সেচ ব্যবস্থা ছিল সহজলভ্য। ৪৬০টি Thana sale centre (TSC) ছিল । Additional godwan (ASC)ও ছিল। বীজ আলুর crate হল্যান্ড থেকে এনে প্রান্তিক চাষির মাঝে সহজমূল্যে পৌছে দেয়া হতো। সার বিপণন ব্যবস্থা ছিল সহজীকরণ, সেচ ব্যবহারে কৃষক ছিল সন্তুষ্ট।

বঙ্গবন্ধুর সৃষ্টি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) যার জনবল ছিল প্রায় ২৪ হাজার। অনিয়মিত কর্মচারী ৩৬০০০ পাওয়ার পাম্প ড্রাইভার। কৃষিকর্মী ভোরে মাঠে চলে যেতো। Pump operater Machinic, Block supervisor সারাদিন ব্যাপী মাঠে কাজ করতেন। গুদাম রক্ষকগণ দিনভর সার Load-unload করতেন। এক কথায় বিএডিসিতে ছিল রমরমা ভাব। ছিল প্রাণ চাঞ্চল্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধীচক্র স্বাধীনতার সুফল যাতে বাঙালি ভোগ করতে না পারে সে কারণে সাম্রাজ্যবাদ ও এদেশীয় দোসররা রাতের অন্ধকারে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে (শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে অবস্থানের কারণে প্রাণে বেঁচে যান) বিএডিসি'র সচল চাকা অচল করে দেওয়া হলো। দেশকে খাদ্যে পরনির্ভরশীল তথা দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করতে আই,এম,এফ, আই,এফ,ডিসির পরামর্শে জাতীয়করণ নীতির পরিবর্তে বিজাতীয়করণ নীতিমালা চালু করেন। জিয়া, এরশাদ, খালেদা সংস্থাটিকে মৃতপ্রায় পর্যায়ে নিয়ে যায়। জিয়াউর রহমান এসে ১০০টি Primary Distritue Point(PDP) করে। সেচ যন্ত্রপাতি ব্যক্তিমালিকানায় দিতে শুরু করে। Fertilizer Distribute inpute FDI-1, FDI-II এর মাধ্যমে International Fertilizer Development centre . (1FDC) প্রতিনিধি John Moore কে কৃষি ভবনের ২য় তলায় অফিস বরাদ্দ দিয়েছিল। তারা বিএডিসি'র উপর খবরদারি করত। এ সুযোগে বিএডিসি'র কতিপয় High Official IFDC তে চাকুরি নিয়েছিল। দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে তারা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত ছিল।

ঙ্গস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মত বাণিজ্যক করণে আত্মনিয়োগ করে ও দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছে। তারপর নয় বৎসর এরশাদ ক্ষমতা থেকে বিএডিসিকে সংকুচিত করায় অশুভ পায়তারায় মেতে উঠে। ছয়টি Central Distribute point(CDP) খুলে সার বিপণন ব্যবস্থাকে একেবারে সংকুচিত করে ফেলে। এরশাদের ৯ বৎসর ক্ষমতা ভোগের পর ১৯৯১ সনে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে বিএডিসিকে ধ্বংসের খড়গ চালান, তার নমুনা হিসাবে ৯৯৯৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে স্বেচ্ছাবসরের নামে ছাঁটাই করেছে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গুলোকে বন্ধ প্রকল্পে রূপদান করেন। তারপর ১৯৯৬ সনে আওয়ামীলীগ তথা জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেই মৃতপ্রায় বিএডিসিকে পূর্বের ন্যায় ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সৎইচ্ছায় খাদ্য ঘাটতির দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় রূপদান করেন।

এরপর আবার বিএনপি ক্ষমতায় অন্যরূপে আবির্ভূত হয়। বিএনপি পাকিস্তানী স্বৈরাচারী ভূমিকায় ১০০ দিনের কর্মসূচি দিয়ে আওয়ামীলীগ তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী, সমর্থকদের নিধন কর্মসূচি বাস্তবায়নে নেমে সাবেক সফল অর্থমন্ত্রী এম,এস,কিবরিয়া সাহেবসহ হাজার হাজার নেতা কর্মীকে নির্বিচারে হত্যা করেন এবং ২১ আগস্ট জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টাসহ ১৯ জন নেতাকে হত্যা করে জজ মিয়া নাটক মঞ্চস্থ করেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে শেখ হাসিনা বেঁচে যান। বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ক্ষুধা নিবারণে প্রায় ৩৫০০ জন বিএডিসি'র কর্মচারী ছাঁটাই এবং আদমজি জুট মিলসহ অসংখ্য মিল কারখানা পানির দামে বিক্রি করে দেন। বর্তমানে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায়। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেই বিএডিসিকে তার দুঃখ দুর্দশা ঘুচিয়ে আবার মুক্ত বিহঙ্গের মত উড়ে বেড়াচ্ছে। আওয়ামীলীগ বঙ্গবন্ধু ও বিএডিসি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আওয়ামীলীগ মানে বিএডিসি'র উন্নয়ন, বিএনপি মানে বিএডিসি'র ধ্বংস কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাঁটাই । আজ বিএডিসি তার হৃত অধিকার ফিরে পেয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে একারণে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসীন হওয়া। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীর দৃপ্ত প্রত্যয়ে বিএডিসিকে আপন মহিমায় ঢেলে সাজিয়েছেন। বলতে দ্বিধা নেই 'মুজিব থেকে হাসিনা' যিনি বয়ে চলেছেন শান্তির বারতা। তিনি আজ বিশ্ব শান্তির মডেল। বিশ্বের ১০জন চিন্তাবিদের তালিকায় তার নাম শোভিত। তার ধমনীতে বঙ্গবন্ধুর রক্ত প্রবাহিত যে রক্ত পরাভব মানেনা। তাঁকে আমাদের নিরন্তর শুভেচ্ছা। তার দীর্ঘায়ু কামনা আমাদের পূতঃ পবিত্র দায়িত্ব কর্তব্য।

বছর ঘুরে আবার ১৫ই আগষ্ট আমাদের দ্বার প্রান্তে উপনীত। বঙ্গবন্ধুর ৪১ তম শাহাদাত বার্ষিকীতে বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারীলীগ রেজিঃনং- বি ১৯০৩ (সিবিএ) বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করছে গভীর শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে। জয়তু বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর কৃষি উন্নয়ন ভাবনা ঃ অর্জন এবং আমাদের করণীয়

কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলাম সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখা

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন এবং গণমানুষের ক্ষুধা নিবারণ ও জীবন যাত্রার মান বাড়ানোই ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন- সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন। বাংলার প্রত্যেক মানুষের জীবনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের জন্য সার্বক্ষণিক ভাবনা ছিল রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে। আজীবন সংগ্রাম করেছেন এ দেশের শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য।

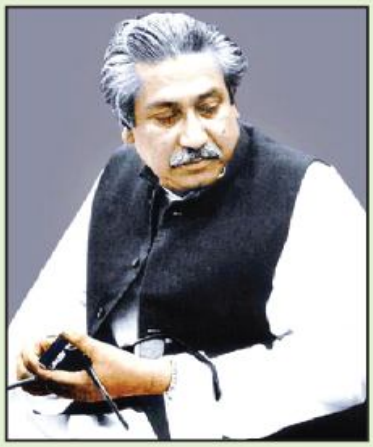

তাই তিনি সব সময় কৃষির প্রতি শ্রদ্ধা ও অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ একটি সোনার বাংলা গড়তে কৃষি শিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য। তিনি উপলব্ধি করতেন, কৃষি একটি জ্ঞান নির্ভর শিল্প। গতানুগতিক কৃষি ব্যবস্থা দ্বারা দ্রুত ক্রমবর্ধমান বাঙালি জাতির খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন কৃষির ব্যাপক আধুনিকীকরণ। তিনি জানতেন যে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ কৃষিজীবি সে দেশের উন্নয়ন করতে হলে কৃষকের উন্নয়ন করতে হবে। আর তাই ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবির মধ্যে ছিল ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ, পাট চাষিদের পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান করা এবং পাট কেলেঙ্কারী তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা, কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা করা, খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হতে রক্ষার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে শিল্পে ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় লাভের পর ১৫ মে বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৫৭ সালের ৩০ মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনকে সুসংগঠিত করার জন্য শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এভাবেই শেখ মুজিব কৃষি, কৃষক, গ্রাম এবং বাংলার মানুষকে বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখার সুযোগ পান এবং লক্ষ্য স্থির করে এগুতে থাকেন। তাইতো তার জবানীতে শুনতে পাই 'আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায়, শিক্ষা পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়' এবং কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমেই দেশ খাদ্য শস্যে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। দেশের এক ইঞ্চি জমিও যাতে পড়ে না থাকে এবং জমির ফলন যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য দেশের কৃষক সমাজকেই সচেষ্ট হতে হবে।'

স্বাধীনতার পর পরই যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার প্রথম সভায় কৃষকদের জন্য নিলেন এক যুগান্তকারী

সিদ্ধান্ত। তাদের সমস্ত বকেয়া খাজনা ও সুদ মওকুফ করে দিলেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে মওকুফ করার ঘোষণা দিলেন। দেশের সর্বত্র ভূমিহীন ও দরিদ্র চাষিদের মধ্যে চার বিঘা করে খাস জমির বন্দোবস্ত করা, পাকিস্তান আমলের ঋণগ্রস্থ কৃষকদের উপর জারি করা ১০ লক্ষাধিক সার্টিফিকেট মামলা তুলে কৃষককূলের ভাগ্য উন্নয়নে রাখলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার ২২ লাখ কৃষককে পুনর্বাসিত করেছিলেন। কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া আনার পদক্ষেপ হিসেবে পূর্ব জার্মানি থেকে ৩৮,০০০ সেচ যন্ত্র আমদানি করা হয়। ৪০,০০০ শক্তি চালিত লো লিফ্‌ট পাম্প, ২৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩,০০০টি অগভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ফিলিপাইন থেকে আইআর-৮ জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের ১৬,১২৫ টন উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ আমদানি করা হয়। অন্যান্য দেশ থেকে ১০৩৭ টন উফশী গম বীজ আমদানি করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। কৃষকরা যাতে সহজভাবে কৃষি ঋণ পেতে পারে এ লক্ষ্যে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু তার জীবদ্দশায় এ দেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নদী খনন, বাঁধ নির্মাণ ও সেচ সুবিধা উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ দেশের গরীব কৃষকদের কথা চিন্তা করে গরু আমদানির কথা বলেছিলেন। তাঁর সময়ে জমি চাষাবাদের জন্য বিদেশ হতে উন্নতমানের ট্রাক্টর আমদানি করা হয়েছিল এবং খণ্ড বিখণ্ড জমি একীভূত করে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। তিনি জনগণকে বৃক্ষ রোপণ, হাঁস-মুরগি ও গরু–ছাগল পালন, মাছ চাষসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সময় প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ১৯৭৩-জুন ১৯৭৮) প্রণয়ন করা হয়। এতে কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করায় এ দেশের সার্বিক কৃষি ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। তার সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে শতকরা ৩১ ভাগ অর্থ কৃষি খাতে ব্যয় করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বাস্তব ও গতিশীল পদক্ষেপের ফলে মাত্র দু'বছরের মধ্যে কৃষিতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছিল ৭ শতাংশ। ১৯৭১-৭২ সালে খাদ্য উৎপাদন ছিল ৮৭.৫ লক্ষ টন যা ১৯৭৫-৭৬ সালে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ১৩ লক্ষ টন। সদ্য স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুর সেই উচ্চারণ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের মতো এত উচ্চমূল্য, এতো ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় জীবন ও দুর্ভোগ আর কোন দেশের মানুষকে ভোগ করতে হয় নাই। আপনারা সবাই মিলেমিশে কাজ করুন। তাহলেই দেশে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আসবে। বাংলাদেশে এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা হবে না। নিরলস কাজ করে দেশে কৃষি বিপ্লব সাধন করুন।' বঙ্গবন্ধুর এ কথার প্রতিফলন বাঙালি জাতি দিতে শুরু করে।

শত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে দেশ যখন সোনার বাংলা নির্মাণে এগিয়ে যাচ্ছিল তাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে সপরিবারে নিহত হন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু। প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক, ক্ষমতালিপ্সু পাকিস্তানি প্রেতাত্মার পরিবিষ্ট সেনাবাহিনীর একাংশ স্বাধীনতার চেতনাকে ধ্বংসের নানান কৌশল অবলম্বন করে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বাংলাদেশটাকেই ধ্বংসের চক্রান্ত করতে থাকে সামরিক, বেসামরিক, মেকি গণতন্ত্রের মুখোশধারী আমলারা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বাংলাদেশ যাতে পুনরুজ্জীবিত হতে না পারে এ জন্য বাঙালি জাতিকে নেতৃত্ব শূন্য করার অশুভ পদক্ষেপ নিতে থাকে। ফিরে আসে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাময় ভবিষ্যৎবাণীঃ 'ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই বাংলাদেশ টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নেই।' বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ

ক্ষমতায় আসার পরই শুরু হয় নতুন উদ্যমে পথ চলা। ১৩ কোটি মানুষের দুর্ভাগা হাভাতের দেশে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেন উন্নয়নের। ফলে ২০০০ সালের মধ্যেই খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় বাংলাদেশ। বাড়তে থাকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা। বাঙালি জাতি ফিরে পায় হৃত গৌরব। ২০০২ সালে আবারো স্বাধীনতা বিরোধী, মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের চক্রান্তে ৭ বছরের জন্য পিছিয়ে যায় বাংলাদেশ।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একক সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে বিজয়ী হয়ে বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন 'ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত সোনার বাংলা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই সারের দাম প্রায় ৭৫ ভাগ কমিয়ে দেন। কৃষি উপকরণ সহজলভ্য, বীজ, সার, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, শস্য বহুমুখীকরণসহ নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ৬০% ভর্তুকি, জলাবদ্ধ হাওড় ও দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থা চালু, আইলা পুনর্বাসন, আউস প্রণোদনা প্যাকেজ, কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তি জনগণের দোরগোড়ায় নেয়া, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি এবং পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অভিযোজন কার্যক্রম, পাট ও পাটের রোগের জেনোম সিকোয়েন্স, ট্রান্সজেনিক আলু, বেগুন, ধান ও তুলার জাত উদ্ভাবন করা হয়। কৃষকের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা এবং ১ কোটি ৪০ লাখ কৃষক পরিবারকে দেয়া হয়েছে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড। ফলে খাদ্য শস্যের উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৪ কোটি টন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বেড়েছে কয়েক গুণ। বিশ্বে চাল উৎপাদনে চতুর্থ, পাট উৎপাদনে ২য়, আলু উৎপাদনে ১০ম, সবজি আবাদে বিশ্বে ৩য়, ফল আবাদে বিশ্বে ৫ম, মাছ উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ স্থান দখল করেছে। পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে এগিয়েছে বাংলাদেশ। মেধাসম্পন্ন জাতি হিসেবে গড়ে উঠছে নতুন প্রজন্ম। বঙ্গবন্ধু আজ আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার আদর্শ ও স্বপ্ন বেঁচে আছে। আর আছে সোনার বাংলাদেশ এবং তার সাহসী কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতা এনে দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'রক্তে অর্জিত দেশটিকে আমরা সোনার বাংলায় পরিণত করবো।' বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নকে আমাদেরই বাস্তবায়ন করতে হবে। জননেত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গঠনের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে সুবিধাবঞ্চিত ও সম্ভাবনাময় জনশক্তিকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য।

সময়মত কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বিএডিসির কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিকদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সাথে পালন করাই এ মুহূর্তের কর্তব্য।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় এবং বর্তমান প্রজন্মের ভাবনা

রাজীব হোসেন, উপসচিব, সংস্থাপন বিভাগ ও প্রচার সম্পাদক, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশন

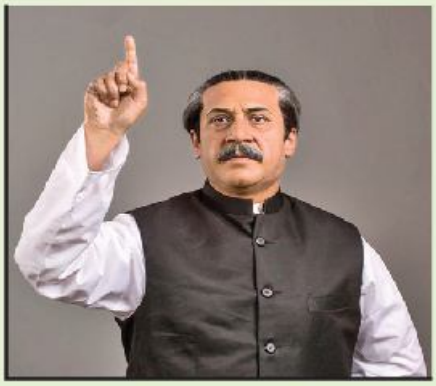

আমাদের প্রজন্ম, যারা বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে পেয়েছে এবং তার পেছনে বঙ্গবন্ধুর যে অসামান্য অবদান আছে এবং এ জ্ঞান আরোহন করতে পেরেছে, তাদের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ডের আলোচনা করা অত্যন্ত কঠিন। ছাত্রজীবনে ফরাসি দার্শনিক রুশোর 'সামাজিক চুক্তি'(social contract) বইটি খুব প্রিয় ছিল, বিশেষ করে রুশোর একটি তাত্ত্বিক ধারণা 'general বিষয়। বঙ্গবন্ধু আমৃত্যু'general বিষয়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। পৃথিবীর অনেক দেশেই অনেক সময়ে অনেক নেতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, দেশ পরিচালনা করতে পারেন, কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক নেতাই ইতিহাস রচনা করতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তেমনই একজন অনন্য কালজয়ী ইতিহাসের মহানায়ক। তার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটির প্রথমেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত নোট বইয়ের একটি উদ্ধৃতি রয়েছে, যা তিনি ১৯৭৩ সালের ৩০ মে লিখেছিলেন। উদ্ধৃতিটি আমাদের সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো; কারণ মাত্র তিনটি বাক্যে ওই উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তার আত্মপরিচিতি ও মূল্যবোধ অতি পরিষ্কার করেছেন। তিনি লিখেছেন :'একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। নিরন্তর সম্পৃতির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।'

পৃথিবীর অন্য নেতাদের ভাষণ আমি যখন পড়ি এবং তাদের ভাষণের সঙ্গে যখন বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তুলনা করি তখন আমার কাছে তার এই অভিব্যক্তিটি 'জনগণের প্রতি ভালোবাসা' তা অনন্য বলে মনে হয়। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির কেন্দ্র ছিল জনগণ। জনগণের জন্য ভালোবাসা ছিল তার সব কর্মকাণ্ডের প্রেরণা, জনগণের ওপর বিশ্বাস ছিল তার কর্মকাণ্ডের ভিত্তি এবং জনগণের কল্যাণই ছিল তার সব কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য। তার কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য তিনি খুব সহজ দুটি ভাষায় প্রায়ই ব্যক্ত করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, তার লক্ষ্য হচ্ছে 'সোনার বাংলা গড়ে তোলা', কিংবা তিনি বলতেন 'দুঃখী মানুষের মুখে তিনি হাসি ফোটাতে চান'। বঙ্গবন্ধু তার জনসভায় খুবই সহজ-সরল ভাষায় বক্তৃতা করতেন। তাই তার বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট। যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭২ সালে এক জনসভায় তিনি বলেন :'আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেটভরে ভাত খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে-খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণভরে হাসুক।

ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তিনি প্রথমে গোপালগঞ্জ ও পরবর্তীকালে কলকাতায় ছাত্রদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর মাধ্যমে তার রাজনীতির হাতেখড়ি, যার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। ১৯৪২-৪৭ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিব পাকিস্তান আন্দোলনে এবং মুসলিম ছাত্রলীগকে সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন কিন্তু তিনি কখনও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি সবসময় সাম্প্রদায়িক সহিংসতাবিরোধী ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের প্রগতিশীল সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম জোটের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং তার লক্ষ্য ছিল মুসলিম লীগকে সামন্তবাদিদের হাত থেকে উদ্ধার করা। ১৯৪৯ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের বিবর্তন যদি আমরা দেখি তাহলে এটা স্পষ্ট হয় যে, তিনি এই দীর্ঘ সময় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাজে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথমে দলটির যুগ্ম সম্পাদক এবং পরে সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগে শীর্ষ নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তার পরই তিনি শুরু করেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট আন্দোলন। তিনি 'বাংলা' শব্দটি পুনরায় ব্যবহার করতে শুরু করেন। ১৯৬৪ সালে যখন তিনি জনগণকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করতে শুরু করেন তখন তার স্লোগান ছিল 'পূর্ববাংলা রুখিয়া দাঁড়াও'। ১৯৬৬ সালে তিনি ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন, যা ছিল মূলত পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেশন করার দাবি। এরপর তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সারাদেশে ছয় দফা আন্দোলন শুরু করেন। এরপর থেকে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের এজেন্ডাকে একমাত্র দাবি হিসেবে উপস্থাপন করেন। এরপর শেখ মুজিব পুনরায় কারাবরণ করেন এবং কারাগারে থাকা অবস্থায় পাকিস্তান সরকার তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করে (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা)।

ছয় দফা দাবি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শেখ মুজিবের খ্যাতিকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং ১৯৬৯ সালে প্রচণ্ড ছাত্র আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকারের পতন হয় এবং শেখ মুজিব কারামুক্ত হন। কারামুক্তির পর ছাত্র সমাজ তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে।' ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের ছয় দফা এবং ছাত্র সমাজের ১১ দফার দাবিতে জনগণের ভোট চান। এই সময় তিনি 'বাংলাদেশ' ও 'জয় বাংলা' এ দুটি স্লোগান ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। জনগণ তার প্রতি বিপুল সমর্থন দেয় এবং আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অসামান্য জয়লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ মাত্র চার বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু একটি জাতিসত্তার পক্ষে দেশে ঐকমত্য গড়ে তুলতে পারেন। এত অল্পসময়ের মধ্যে পৃথিবীতে অন্য কোনো স্থানে জনগণকে এমন সংঘবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই। পাকিস্তানের শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের মার্চে গণপরিষদের পূর্বনির্ধারিত বৈঠক স্থগিত করেন, যা বাংলাদেশে অভূতপূর্ব গণআন্দোলনের জন্ম দেয়। বঙ্গবন্ধু শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন, যার ফলে অভূতপূর্বভাবে বঙ্গবন্ধুর হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তিনি তার বিখ্যাত ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' প্রদান করেন। যদিও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি তবুও তার এ ভাষণে পরিষ্কারভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন :'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।'

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ তিনি তার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা গ্রেফতার হন।

এর পরদিন ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান বঙ্গবন্ধুর নামে একটি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। অবশ্য এ ধরনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার বহু পূর্বেই ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম থেকেই বাংলাদেশের জনগণ নিজেদের এক স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করেছিল।

১৯৭১ সালে জনগণের ওপর বঙ্গবন্ধুর যেমন প্রশ্নাতীত এবং একক কর্তৃত্ব ছিল তেমন ম্যান্ডেট (mandate) পৃথিবীর অন্য কোনো নেতা এমনকি মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু, মাও, হো চি মিন, ম্যাণ্ডেলাও অর্জন করতে পারেননি। তারা সবাই নির্বাচনী বৈধতা পান স্বাধীনতার পর। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বঙ্গবন্ধু যদি মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বাঙালিদের মধ্যে জাতীয় আত্মসচেতনতা গড়ে না তুলতেন, তাদের ঐক্যবদ্ধ না করতেন এবং তাদেরপ্রদত্ত ম্যাণ্ডেটের বলে তাদের হয়ে বিশ্ববাসীর সামনে কথা না বলতেন তাহলে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ভবিষ্যৎ একটি অনিশ্চিত প্রক্রিয়ার বেড়াজালে আটকে পড়ত।

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম। অধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল এদেশের মানুষের কল্যাণ সাধন এবং স্বাধীন ও মুক্তির লক্ষ্যে তাদের চালিত করা। পর্যায়ক্রমে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মনে সূর্যের আলোর দীপ্ত শিখা প্রজ্বলিত করেছেন, জাতিকে করেছেন আত্মসচেতন, জাগিয়েছেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের বোধশক্তি। বাঙালি জাতিকে একটি চেতনায়, একটি ভাবধারায় ও একটি আকাঙ্ক্ষায় তিনি ঐক্যবদ্ধ করেছেন। পাকিস্তানি জান্তার সব রকমের ষড়যন্ত্র বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু এ দেশের সর্বশ্রেণির মানুষের প্রাণের মানুষে পরিণত হন। তার কণ্ঠের গভীরতায় উচ্চারিত হয়েছিল 'আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, যতদিন একজন বাঙালি বেঁচে থাকবে, ততদিন তারা অর্জিত স্বাধীনতা বিপন্ন হতে দেবে না। বাঙালিকে পরাধীন রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি পৃথিবীতে আর নাই। আজ যখন আমি বঙ্গবন্ধুর কথা ভাবি তখন আমার প্রথমেই মনে হয়, আমরা কি তার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পেরেছি? অশুভ শক্তির নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করে ষোল কোটি মানুষের স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে রক্ষা করার প্রত্যয়ে জাতিকে আরো তৎপর ও মনোযোগী হতে হবে, করতে হবে ত্যাগ স্বীকার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তরুণ প্রজন্মকে সদা জাগ্রত থেকে আগামীর পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়কে সুদৃঢ় করতে হবে। শুদ্ধ রাজনৈতিক পরিবেশে সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে । অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। তরুণ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে কারিগরের ভূমিকা পালন করবে। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে এবং তার নেতৃত্বে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আজকের তরুণ প্রজন্ম সত্য, ন্যায় এবং আগামী দিনের সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। অপরিসীম ত্যাগ আর বীরত্বগাথা সমুন্নত রাখতে দেশপ্রেমের চেতনায় আত্মমর্যাদাশীল সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে আমাদের ইতিহাসের মহানায়কের দেখানো পথ ধরে নিজস্ব পথ তৈরি করে এগিয়ে যেতে হবে তবেই শাণিত হবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক চেতনা এবং সোনালি সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হবে আমাদের এ প্রিয় স্বদেশ। তারুণ্য জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

'বিএডিসি'র বীজ ব্যবহার করুন, অধিক ফসল ঘরে তুলুন'

বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনা

এ কে এম ইউসুফ হারুন, উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), ঢাকা
এবং সাধারণ সম্পাদক, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির জন্য বেদনায় ভারাক্রান্ত এক অধ্যায়। অভিশপ্ত আর কলঙ্কময় একটি দিন। এই দিন বাংলার মাটিতে ঘটেছিল পৃথিবীর ইতিহাসের ঘৃণ্য ও নৃশংশতম হত্যাযজ্ঞ। এদিন আমরা হারিয়েছি ইতিহাসের কালজয়ী পুরুষ, স্বাধীন বাংলার স্থপতি, বাঙালির প্রাণ পুরুষ, ইতিহাসের স্বপ্নদ্রষ্টা, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, বাঙালি জাতির পিতা সেই মহানায়ক "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান" কে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসীমসাহসী প্রতিবাদি একজন মানুষ। এদেশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র, হতাশার ভারে নূজ্য দেশবাসীকে তিনি স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক শক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন, দেশের আপামর মানুষকে শোষণ বঞ্চনা ও নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন, জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটিয়ে আলোকিত পৃথিবীর দিশা দিয়েছিলেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটিকে তার অপূর্ব যাদুকরী শক্তি দিয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্যে করেছিলেন। সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক পতাকা তলে নিয়ে এসেছিলেন, সোনার বাংলা গড়ার নতুন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। এদেশের কৃষিতে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু ও তার সরকার। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,

"আমাদের চাষিরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে"।

এদেশের সুজলা সুফলা ফসলের মাঠ, কৃষি, কৃষক ছিল বঙ্গবন্ধুর অতি আপন। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের মূল চালিকাই ছিল এদেশের কৃষি ও কৃষক। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য ভৌত অবকাঠামো তৈরি থেকে পরিকল্পনা প্রণয়নসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু এদেশকে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সবুজ বিপ্লবের সূচনা করে কৃষিতে সমৃদ্ধি আনতে চেয়েছিলেন। এদেশের অনাহারী, জরাজীর্ণ কৃষকদের কৃষি উপকরণ বিতরণ, সরবরাহ সহ ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ করেন। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, উন্নত জাতের ফসলের চাষ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কৃষি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করেন।

বঙ্গবন্ধু এদেশের কৃষিতে যোগকরেছিলেন নতুনমাত্রা, জ্বালিয়েছিলেন মঙ্গলদীপ, প্রত্যাশার আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এদেশের কৃষকের হৃদয়ে, সোনালি ফসলের মাঠে। বঙ্গবন্ধু মনে করতেন কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন, তিনি জানতেন কৃষির উন্নয়ন হলেই জাতির উন্নয়ন হবে। তাই তিনি ৫০০ কোটি টাকা উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে ১০১ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছিলেন কৃষি উন্নয়নের জন্য।

কৃষি একটি বিজ্ঞান নির্ভর শিল্প । গতানুতিক কৃষি ব্যবস্থায় বাঙালি জাতির খাদ্যের যোগান নিশ্চিৎ করা সম্ভব নয়। দরকার কৃষির ব্যাপক আধুনীকিকরণ। কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষির উন্নয়ন ঘটাতে হলে কৃষকদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। আর কৃষকদের দক্ষতা বাড়াতে হলে দক্ষ কৃষিবিদ তৈরি করতে হবে। মেধাবীদের কৃষি পেশায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রয়ারির এক মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহের সবুজ চত্বরে বঙ্গবন্ধু তার অবিস্মরণীয় ভাষণে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং ঐ সালেই "বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল" গঠন করেন। কৃষি বিজ্ঞানীদের, কৃষিবিদদের আর্থসামাজিক মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর এ অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে। "বঙ্গবন্ধুর অবদান কৃষিবিদ ক্লাশ ওয়ান" এদেশের কৃষিবিদগণ চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে।

বঙ্গবন্ধুর আজীবন স্বপ্ন "ক্ষুধা দারিদ্র মুক্ত সোনার বাংলা" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কৃষকরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা ও তার কৃষিবান্ধব সরকারের দক্ষতা ও বিচক্ষনতায়, ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, সঠিক দিকনির্দেশনায় কৃষক ও কৃষিবিদ/কৃষিবিজ্ঞানীদের পরিশ্রম আর অবদানে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে চাল রপ্তানি করা হচ্ছে। ফসল উৎপাদনে বীজ ও সারের সহজ প্রাপ্যতা , কৃষিযান্ত্রিকীকরণ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের দিকনির্দেশনায় বিএডিসি এর নানা বাস্তবমুখী কার্যক্রমের ফলে ফসল উৎপাদনে মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার, সেচ ও সার ব্যবহার দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব, যথেচ্ছা কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদিতে কৃষি ও কৃষি সম্পদ আজ ক্ষতির সম্মুখীন। এদেশের কৃষি ,কৃষক ও কৃষিবিদদের যৌথ প্রচেষ্টায় বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ সালের মধ্যে কৃষিবান্ধব কল্যাণমূখী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে আমরা কৃষিবিদরা একসাথে কাজ করে যাব। গড়ে তুলব শেখ হাসিনার স্বপ্নের উন্নত বাংলাদেশ। ২০১৬ সালের জাতীয় শোক দিবসের এই ক্ষণে কৃষিবিদসহ সকলে আজ শোককে শক্তিতে পরিণত করে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ মুক্ত অসাম্প্রদায়িক জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ায় আত্মনিয়োগের দৃঢ় শপথ ব্যক্ত করছে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী, মাবীসবৃ প্রকল্প,
ও সাধারণ সম্পাদক, বিএডিসি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড

'৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় তথা বাংলাদেশের জন্মের মূলে যার অবদান সবার উর্ধ্বে তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সনে ৭ মার্চ তাঁর বজ্রকণ্ঠের মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র বাঙালিতে পরিণত করেছেন। তিনি পাকিস্তানের সু-দীর্ঘ ২৩ বছরে ১৪ বার গ্রেফতার, প্রায় ১৩ বছর রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ ও দু'বার ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অনুপ্রেরণার উৎস। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এবং ৪১ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী। বাঙালি জাতির প্রাণপুরুষ ও কিংবদন্তি মহানায়কের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করছি।

অবিসংবাদিত মহান নেতা বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয় চেতনার এক প্রজ্জ্বলিত শিখা। তিনি ছিলেন সমগ্র বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের অগ্রনায়ক। তাঁর সুদক্ষ ও সফল নেতৃত্বের ফসল হচ্ছে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। লাল সবুজের একটি পতাকা। পৃথিবী নামক গ্রহটিতে বাঙালি জাতির নিজস্ব পরিচয় ও ঠিকানা। এ ত্যাগী ও সংগ্রামী নেতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা খুবই কঠিন। আমরা নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিজ চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা এই মহান নেতার জীবন থেকে এটাই উপলব্ধি করতে পারি যে, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশের অস্বিত্ব পাওয়া যেতো না। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রামী জীবন, সাহস, নেতৃত্ব, ত্যাগ ও গুণাবলী লিখে কখনো শেষ করা যাবে না। তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির দিশারি। এক আপোষহীন নেতা ও রাজনীতিবিদ। এ কারণেই বিখ্যাত পত্রিকা 'নিউজ উইক' বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বিদেশি সাংবাদিক সিরিল ডান বলেছেন, "বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, কৃষ্টিতে এবং জন্মসূত্রেও ছিলেন খাঁটি বাঙালি। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির দর্শন ছিল ব্যতিক্রম ও প্রগতিশীল। তিনি বাঙালির নাড়ীর স্পন্দন, আবেগ ও আকাঙ্খা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতেন। তাঁর এ উপলব্ধি পরবর্তীতে বাঙালির আকাঙ্ক্ষার ও মুক্তি সংগ্রামের একমাত্র পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাঙালি জাতি ভূষিত করলো তাঁকে "বঙ্গবন্ধু" হিসেবে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির গৌরবমণ্ডিত অর্জন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়। বঙ্গবন্ধু হন সমগ্র বাঙালি জাতির পিতা। তিরিশ লক্ষ শহিদ ও দু'লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের

বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার উষালগ্নে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, "আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। যতদিন একজন বাঙালি বেঁচে থাকবে, ততদিন তাঁরা অর্জিত স্বাধীনতাকে বিপন্ন হতে দেবে না। বাঙালিকে পরাধীন রাখতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে আর নাই"। "স্বাধীনতা মানে একটি নিজস্ব পতাকামাত্র নহে। জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ"। তিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও চেয়েছিলেন বাঙালি জাতিকে একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁর এ স্বপ্ন উচ্চারিত হয় তাঁরই সুকণ্ঠে "বিদেশী ঋণের ওপর নির্ভর করে কোন দেশ কখনো আত্মমর্যাদাপূর্ণ ও মহান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে না"।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন কোমল হৃদয়ের এক উদার মানুষ। ১৯৭৩ সালে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে কিউবার সমাজতান্ত্রিক নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি হিমালয় কখনো দেখিনি। আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। সাহস ও ব্যক্তিত্বে এ মানুষটি হিমালয়ের মতই উচু"। বঙ্গবন্ধু তাঁর ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেম দ্বারা বিশ্বসভায় বাঙালিকে অত্যন্ত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধুকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে ব্রিটিশ মানবতাবাদী আন্দোলনের অগ্রনায়ক লর্ড ফেন্নার ব্রোকওয়ে একদা মন্তব্য করেছিলেন,"নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, ভারতের মহাত্মা গান্ধী ও আয়ারল্যান্ডের জর্জ ডি ভেলেরা'র চাইতেও মহান ও অনন্য"। তিনিই একমাত্র নেতা যিনি একই সাথে একটি স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন ভূমির জনক। সুদীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের ফসল হিসেবে অর্জিত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ছিল অর্থনৈতিকভাবে পুরোপুরি বিধ্বস্ত একটি ভূখন্ড। অধিকন্তু, স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশীয় আল-বদর ও আল-শামস বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানি হানাদারেরা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতির চিন্তাকোষে বিশাল শূণ্যতার সৃষ্টি করে। এমনি একটি পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাঙালি জাতি যখন অগ্রসরমান, ঠিক তখনই আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কুচক্রী মহল ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত নৃশংসভাবে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। তাই ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির ঘৃণ্যতম ও কলংকজনক দিন। তারপর শুরু হয় বাঙালির গর্বের ধন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির নানা রকম অপকৌশল। পুরস্কৃত করা হয় স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ও বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের। অনেক চড়াই উৎরাইয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সকল বাঁধা-বিপত্তি দূরে ঠেলে বাঙালি জাতিকে একতাবদ্ধ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথে আজ দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী নেতৃত্ব ও দর্শনে তাঁর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান দিন বদলের সংগ্রামেও বাঙালি জাতি আজ একতাবদ্ধ। স্বাধীনতা সংগ্রামের চেয়েও শোষণ-বঞ্চনামুক্ত ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের সংগ্রাম আরও কঠিন। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী চেতনা, আদর্শ ও স্বপ্ন পূরণে এ সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাংলা ভাষা থাকবে, বাংলা সংস্কৃতি থাকবে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহমান থাকবে, যতদিন জাতি হিসেবে বাঙালির পরিচয় থাকবে ততদিন এদেশে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু চিরঞ্জীব, চির অম্লান, বাঙালি চেতনায় অনির্বান শিখা হিসেবে প্রজ্জ্বলিত থাকবেন এবং সভ্যতার শেষদিন পর্যন্ত শেখ মুজিব নামটি উচ্চারিত হবে। সেই সাথে ১৫ আগস্টের মত যেন আর কোন জঘন্যতম অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে লক্ষ্যে বাঙ্গালি জাতিকে আজ ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সচিব এর দু'টি কথা

১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। দেশের স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্তকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতক চক্রের হাতে ধানমণ্ডির নিজ বাস ভবনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদাৎ বরণ করেন। জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি অর্জন করে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে ৭০ এর সাধারণ নির্বাচনসহ এ দেশের গণ মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি এই জাতিকে নেতৃত্ব দেন। এদেশ ও জনগণ যত দিন থাকবে জাতির পিতার নাম এ দেশের লাখো কোটি বাঙালির অন্তরে চির অমলিন, অক্ষয় হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধু বিএডিসিকে একটি সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছিলেন। উন্নত চাষাবাদ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বিএডিসি অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

আসুন, জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করি এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

(মো: মনোয়ারুল ইসলাম)
সচিব (যুগ্মসচিব)
বিএডিসি

শোকাবহ আগস্ট

মোঃ সামছুল হক, সহ-সভাপতি, বিএডিসি (সিবিএ) ও
সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি

এমন এক সময় ছিলো, যখন একজন মুসলমান মা, নামাজান্তে প্রার্থনা করত বিশ্ব স্রষ্টার দরবারে, হে! দীন দুনিয়ার মালিক তুমি আমাদের সেই সন্তান দাও, যার মাধ্যমে আমরা ফিরে ফেতে পারি হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা। একজন হিন্দু মা গোধূলী লগ্নে কাসার থালা পিটিয়ে, পিদিম জ্বালিয়ে তুলসি তলায় গিয়ে ঈশ্বরকে বন্ধনা করতেন আর বলতেন ওগো সৃষ্টি কর্তা, তুমি সেই সন্তান করো দান যার দ্বারা ফিরিয়ে আনতে পারি পলাশির প্রান্তরে অস্তগামী স্বাধীনতার লাল সূর্যটা। বিশ্ব বিধাতা হয়তো বা মা জননীদের সেই আকুতি গ্রহণ করেছিলেন বলেই ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ এক কাক ডাকা ভোরে টুঙ্গীপাড়ায় পিতা শেখ লুৎফর রহমান মাতা ছায়েরা বেগমের ঘরে জন্ম নিয়ে ছিলেন একটি ফুটফুটে শিশু, যার নাম রাখা হয়েছিল খোকা। তখন কে জানতো এই খোকাই হবে একদিন নিপীড়িত নির্যাতিত বাঙালি জাতির ভাগ্য নিয়ন্তা। দিনে দিনে তার বেড়ে ওঠা এক সময় তার দুরন্তপনা তাকে করে তুলেছে উদ্ভাসিত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে, অভিষিক্ত করেছে গতিশীল নেতৃত্বে। শেখ মুজিব হতে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু থেকেই জাতির জনক, এক অবিশ্বরণীয় আলংকরিক অবিরাম পথ চল। বাঙালি জাতি সত্ত্বার মূর্ত প্রতীক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে ক্ষুদ্র লেখনী দ্বারা প্রকাশ করতে চাই- আমার বিনম্র শ্রদ্ধা।

কালের বিবর্তনে সময়ের প্রয়োজনে জাতির জনককে জানার সময়োচিত মাধ্যম হচ্ছে "বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী" নামক বই খানা। রাজনৈতিক চর্চার এক সোনালি কথামালা তার আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ। নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি আত্মজৈবনিকতো বটেই-সত্যকথন এবং শিক্ষণীয়। রাজনৈতিক জীবনচরিত, দুর্গম পথচলা তাকে এনে দিয়েছে স্বকীয়তা। আত্মপ্রকাশ করেছেন মহীরুহ রূপে। আমি এখন চেষ্টা করবো কিয়দংশ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তার বর্ণাঢ্য জীবনের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রাংশ উপস্থাপন করতে।

জন্ম = ১৯২০ সালে ১৭ মার্চ, পিতা = শেখ লুৎফর রহমান, মাতা = সায়েরা বেগম, নাম শেখ মুজিবুর রহমান, বাল্যনাম = খোকা, বাল্যকাল টুংঙ্গীপাড়ায় কাটে, চরিত্র = জেদি, স্বাধীনচেতা, উদার ও দেশ প্রেমিক, রাজনৈতিক জীবন শুরু = ১১- ১২ বছর বয়সে, প্রথম কারাবরণ =১৯৩৯ সালে ১৮ বছর বয়সে, বিবাহ সম্পন্ন = ১৯৩৯ সালে, স্ত্রীর নাম = বেগম ফজিলাতুন্নেছা (রেনু), সন্তান = তিন ছেলে- শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, দুই কন্যা- শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা।

১৯৪২ - এ গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ

১৯৪৭ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ

১৯৪৮- ১১ মার্চ রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবিতে হরতাল প্রচারের কারণে শেখ মুজিবুর রহমানসহ

৬৫ জন গ্রেফতার
১৯৪৯ - ২৩ জুন ঢাকায় হোটেল রোজ গার্ডেনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে যুগ্ম সম্পাদক মনোনীত হন।
১৯৫২ - সালে ৩০ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার প্রতিবাদ করায় ১৬ ফেব্রুয়ারি কারাগারে প্রেরণ।
১৯৫৩ - আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় দলীয় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।
১৯৫৪ - যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে সম্পৃক্ত
১৯৫৫ - ৫ জুন গণপরিষদের নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হন
১৯৫৬ - ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খান মন্ত্রী সভার শিল্প বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।
১৯৫৭ সালে হোসেন শহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে চীন সফরে যান।
১৯৫৯ - আবার কারা ভোগের আদেশ দেওয়া হয়।
১৯৬২ - ৫ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার
১৯৬৪ - রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে গ্রেফতার
১৯৬৬ - ১৮-২০ মার্চ হোটেল ইডেনে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ সভাপতি এবং তাজুদ্দিন আহম্মেদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু ৬ দফা পেশ করেন।
১৯৬৮ - ১৯ জুন শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামি বনাম রাষ্ট্র মামলা শুরু তার পক্ষে লন্ডন থেকে রানীর আইন বিষয়ক উপদেষ্টা টমাস উইলিয়াম ঢাকা আগমন করেন।
১৯৬৯ - রাজপথে মিছিল আর স্লোগান হত, জাগো জাগো বাঙালি জাগো, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। ২৩ শে ফেব্রুয়ারি ১০ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে ডাকসু ভিপি ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করেন।
১৯৭০ - ১২ নভেম্বর ভোলা সন্দীপে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছাসে প্রায় লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটে। বঙ্গবন্ধু দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন। ডিসেম্বরে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করলে বাঙালি ফুঁসে উঠে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। ঐ ভাষণে নিহিত ছিলো মুক্তিকামী বাঙালি স্বাধীনতা।
৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ পরিচালিত হয়েছে।
১৯৭১ - ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির উপর সশস্ত্র পাকিস্তানী সেনা বর্বরোচিত হামলা চালায়। রাত ১২টার পরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নেয়ার পূর্বমুহূর্তে মেছেজে চট্টগ্রামে এমএআজিজ ও আবুল কাশেম সন্দীপ এর কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা পৌছে দেন। দীর্ঘ ৯ মাস চলে মহান মুক্তি যুদ্ধ। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় লাভ করে বীর বাঙালি।
১৯৭২ - ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের মিওয়ালি কারাগার হতে মুক্ত হয়ে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর, সেখান থেকে কলকাতা দমদম বিমান বন্দর তারপর ঢাকার তেঁজগাও বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। একটা একচল্লিশ মিনিটে যাত্রা শুরু, রেসকোর্সে পৌছেন বিকাল ৫টায়। কিছুদিনের মধ্যেই দেশবাসী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশ শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

শপথ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তিনি হলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী। মহামান্য রাষ্টপতি হলেন আবু সাঈদ চৌধুরী। ১৯৭২ হতে ১৯৭৫ আগস্ট মাস প্রায় সারে তিন বছর। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট কালো রাত্রিতে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধুকে স্ব-পরিবারে হত্যা করা হয়। খন্দকার মুশতাক ও জিয়াউর রহমানের প্রত্যক্ষ মদদে এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। প্রশ্ন হচ্ছে পাকিস্তানের মিওয়ালি কারাগারে পাক সেনারা যাকে হত্যা করতে সাহস পায়নি, সেই বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলায় তাকে হত্যা করা হলো।

এ লজ্জা রাখি কোথায়?

তার হত্যা পরবর্তী বিশ্ব বরেণ্য নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া :

আমি হিমালয় পর্বত দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের মত একজন বিশাল হৃদয়ের মানুষকে দেখেছি- ফিদেল ক্যাষ্ট্রো

শেখ মুজিব নিহত হবার কারণে আমি মর্মাহত। তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন। তার অনন্য সাধারণ সাহসিকতা এশিয়া- আফ্রিকার জনগণের প্রেরণাদায়ক ছিল -ইন্দিরা গান্ধি।

তার মৃত্যুতে বাংলাদেশই শুধু এতিম হয়নি, বিশ্ববাসী হারিয়েছে একজন মহান নেতাকে ঃ জ্যাম্‌স লেমন্ড, বৃটিশ এমপি। শেখ মুজিব নিহত হলেন তার নিজের সেনা বাহিনীর হাতে। অথচ তাকে হত্যা করতে সংকোচ বোধ করেছে পাকসেনা- বিবিসি ।

এটা আগস্ট মাস বাঙালি জাতির জীবনে এক কলংকময় ইতিহাসের দিন। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিচারকে ঠেকাতে কুখ্যাত ইনডেম নিটি বিল পাশ করেছিলো ঘাতক চক্র। তারা আস্ফালন করে বলেছিলো পৃথিবীতে তাদের বিচার করার কেউ নেই। কিন্তু বিধির অমোঘ নিয়তি বাংলার মাটিতেই তাদের বিচার হলো, ফাসি হলো। বাঙালি আজ কলংক মুক্ত দায় মুক্ত ১৫ আগষ্ট জাতি পালন করছে শোক দিবস। বুকে ধারণ করছে কালো ব্যাজ, অর্ধনমিত রাখা হবে জাতীয় পতাকা। শ্রদ্ধায় স্মরণে বাংলাদেশ নামক দেশটির স্বাপ্নিক স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এই সময়ে মূল প্রতিপাদ্য স্লোগান হলো- জঙ্গিবাদ ও তাদের দোসর, উসকানি দাতাদের আমরা রুখবোই।

ভালবাসছি বলেই

সৈয়দ সিদ্দিকুর রহমান, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

সবার যেমন মনের মানুষ ভাবের মানুষ থাকে,
বঙ্গ বন্ধু প্রাণের মানুষ ভালবাসছি যাকে।
বিদেশিরা হত্যা করলে মেনে নেয়া যেত,
নিজের দেশের হায়নাগুলো গুলি করলো শত।
ভালবাসছি বলেই আমি কষ্ট পাইছি শত,
নিজের দেশের গুণ্ডাগুলো আঘাত করলো শত।
পাথরেরী আঘাত যদি দিত আমার গায়,
বঙ্গ বন্ধু গায়ে গুলি মানা নাহি যায়।
গুলি খেয়েও ভাললাগতো আমায় গুলি দিত,
ভালবাসছি বলেই আমি কষ্ট পাইছি শত।
মরেও আমি শান্তি পাইতাম আমায় যদি মারতে,
তাহলেই বঙ্গ বন্ধু বেঁচে থাকত বাংলার মাটিতে।

পিতা মাতা মারা গেছে যত কষ্ট পেয়েছি,
জাতির পিতার হত্যায় আমি কষ্ট বেশি সয়েছি।
এতিম জাতীয় হাল ধরেছে জাতির পিতার কন্যা,
দেশে এখন বইছে শুধু উন্নয়নের বন্যা।
বঙ্গ বন্ধুর হত্যার বিচার এই মাটিতে হয়েছে,
বাংলার মানুষ ধন্যবাদ শেখ হাসিনাকে দিয়েছে।
পালিয়ে তোমরা থাকবে কোথায় ধরা পড়তে হবে,
ফাঁসির অর্ডার হইছে যখন ফাঁসিও তোদের হবে।
সব সময় নামাজান্তে দোয়া করি বঙ্গ বন্ধুর জন্য,
বেহেস্ত যেন পান তিনি আর গুনাহ মাফের জন্য।

কৃষিক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান

মোঃ তোফায়েল আহমদ, সম্পাদক, জনসংযোগ বিভাগ, বিএডিসি ঢাকা

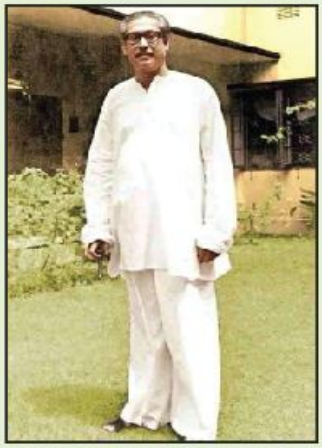

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ দুটি নাম দুটি শব্দ একে অপরের পরিপূরক, যা আজ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। একটি ছাড়া অন্যটি যেন মূল্যহীন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে মহানায়ক, তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু, আমাদের জাতির জনক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা। তার দীর্ঘ জীবনের সংগ্রাম, নেতৃত্ব ও আত্মত্যাগের পথ ধরেই বাঙালি তাদের নিজ আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করে। তার নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ তথা পাকিস্তানি আধিপত্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার, নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছে আমাদের স্বদেশভূমিকে।

বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, কৃষির উন্নতি ছাড়া এদেশের মানুষের মুক্তি আসতে পারে না। কৃষকেরাই এদেশের প্রাণ। তাঁরাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। কেননা তাঁরা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারাবেলা কঠোর পরিশ্রম করে বাংলার প্রত্যেকটি ঘরের প্রত্যেকটি মানুষের মুখে অন্নের যোগান দেন। ক্ষুধা নিবারনের প্রধান উৎপাদনের যোগানদাতাদের বঙ্গবন্ধু সবসময় স্থান দিয়েছেন নিজের মনের মণিকোঠার সর্বোচ্চ স্তরে। তিনি যেমন তাদের ভালবেসেছেন, তেমনি তাঁদের ভালবাসাও পেয়েছেন সর্বক্ষণ। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশমাতৃকার মান অক্ষুণ্ন রাখতে কৃষকরাও লাঙ্গল ছেড়ে ধরেছিল স্টেনগান। মূলত তাদের সন্তানেরাই শক্ত হাতে যুদ্ধ করেছিল দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে। কৃষক-বধুরাও সাহস যুগিয়েছেন তাঁদের। সস্নেহে সাহায্য করেছেন অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের। বঙ্গবন্ধু কিন্তু সে কথা কখনও ভুলে যাননি। কৃষকদের প্রতি ভালবাসার টান ছিল বলে ই তিনি তাঁদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে গেছেন নিবিড়ভাবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ধবংসপ্রাপ্ত কৃষি-অবকাঠামো পূনঃনির্মাণ, কৃষি-যন্ত্রপাতি সরবরাহ, ১৯৭৩ সালের মধ্যেই হ্রাসকৃত মূল্যে ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প, ২৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩০০০টি অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়, ১৯৭২ সালের মধ্যেই জরুরি ভিত্তিতে বিনামূল্যে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে অধিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্যে ১,৬১,১২৫ টন ধানবীজ ,৪৫৪ টন পাটবীজ ও ১,০৩৭ টন গমবীজ সরবরাহ করা হয়। দখলদার পাকিস্তানি শাসনকালে রুজু করা ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষক ভাইদের মুক্তি দেয়া হয় ও তাঁদের সকল বকেয়া ঋণ সুদসহ মাফ করে দেয়া হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে রহিত করা হয়; ধান, পাট, তামাক ও আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য বেঁধে দেয়া হয়। গরিব কৃষকদের বাঁচানোর স্বার্থে সুবিধাজনক নিম্নমূল্যের রেশন-সুবিধা তাদের আয়ত্তে নিয়ে আসা হয় এবং গরিব কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিনা খরচে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলার চাষিদের অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ বারবার গর্জে উঠত। সোনার বাংলা গড়ার কারিগর তো বাংলার কৃষক সমাজ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস হিসেবে জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বেতার-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্য ভাষণ দেন। সেখানেও তিনি কৃষকদের কথা বলেন এভাবে। "আমাদের চাষিরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে।"

বঙ্গবন্ধু জানতেন, কৃষকরা যদি সঠিকভাবে উৎপাদন করে তাহলে দেশের খাদ্যসমস্যা দ্রুত নিরসনসহ এটি জাতীয় আয়কে আরও প্রশস্ত করবে। তাই কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অবদান এবং কৃষি উৎপাদনের উৎসাহ দানের জন্য বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। রাষ্ট্রপতির ২৯নং আদেশ অনুযায়ী কৃষিক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' ঘোষণা করা হয়।

কৃষি গবেষণার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। কৃষি গবেষণা ছাড়া যে কৃষির উন্নতি নয় বঙ্গবন্ধু তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। তাই তো তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর কৃষি গবেষণা ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সূচনা হয়। একই সঙ্গে তিনি কৃষি স্নাতকদেরও প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তায় উন্নীত করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর এসব সচেতন ও কৃষকদরদি নীতির ফলে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয়েছিল তারই ফলে আজ কৃষিক্ষেত্রে শক্তিশালী ধারা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সরকার যে কল্যাণধর্মী ও কৃষকবান্ধব উন্নয়ন নীতি কৌশল গ্রহণ করেছে তা বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনারই প্রতিফলন। বর্তমান সরকার কৃষক ও কৃষির কল্যাণে নানা প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য সার, বীজ, সেচসহ কৃষি উপকরণে ভর্তুকি সহায়তা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা বাড়ানো এবং কৃষি গবেষণা, জৈবপ্রযুক্তি, জেনেটিক প্রকৌশল ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আমাদের কৃষিবিজ্ঞানীরা খরা, লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। মূলত কৃষক ও কৃষির উন্নতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে দেশের কল্যাণ। মাথা ছাড়া যেমন মানবদেহ ভাবা যায় না, তেমনি কৃষির উন্নতি ছাড়া ও আমাদের অর্থনীতির উন্নতির কথা ভাবা যায় না।

জাতির পিতা আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে তিনি অমর, অবিনশ্বর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে চির জাগ্রত। তিনি ছিলেন দেশ প্রেমের মূর্ত প্রতীক। আমাদের চেতনার অগ্নি মশাল। তার আদর্শ চির অম্লান। সেই আদর্শকে বুকে ধারণ করে তারই স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে দীপ্ত শপথ গ্রহণ করাই হবে নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রথম দায়িত্ব। তার কৃষি ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে প্রকৃত দেশপ্রেমিক, সৎ, নিষ্ঠাবান, সাহসী ও ত্যাগী দেশকর্মী হতে হবে। তার সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গোটা জাতিকে একযোগে কাজ করতে হবে। আর তা করতে পারলেই আমাদের অর্থনীতির পালে জোর হাওয়া লাগবে। তখন বাংলাদেশ হয়ে উঠবে সত্যিকার "ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা" যেমনটি বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন।

তোমার রক্তঋণ অপরিশোধ্য

মোঃ সামছুল হক, সহসভাপতি, সিবিএ

পলাশী থেকে ধানমন্ডি,
গ্রাম পেরিয়ে শহরের গন্ডি।
জওহরলাল নেহেরু থেকে ইন্দিরা গান্ধী,
মুজিব থেকে হাসিনা জনতার ভালবাসার ফ্রেমে বন্দী।
আলিবর্দী খাঁ হতে সিরাজউদদৌলা হয়,
বঙ্গবন্ধু থেকে সজিব ওয়াজেদ জয়।
পঁচাত্তরের কালো রাত্রিতে...।
জনকের নিথর নিস্তরঙ্গ দেহটি পড়েছিল বত্রিশের সিঁড়িতে।
রইলো পড়ে পাইপ, আর গ্লাসের ফ্রেম কালোরঙ্গা,
যেনো বয়েছিল নহর রক্তগঙ্গা।
হায়েনা, শিয়াল, শকুনেরা ক্ষমতায় অতিমত্ত,
মুজিবহীন বাংলা ক্ষত - বিক্ষত।
ভেবেছিল, পেয়েছিল নতুন ঠিকানা,
মুজিব এলো বাংলায় ফিরে, ওরা হারালো নিশানা।
তারা খোঁজে নতুন ছন্দ
ইনডেমনিটি অধ্যাদেশে বিচারকার্য করেছিল বন্ধ।
বিধির বিধান কত নিষ্ঠুর হতে পারে,
ওরাও গেলো চলে নির্মমতার উপর ভর করে।
পাকিস্তানের মিওআলী কারাগারে
ফাঁসির মঞ্চ সাজানো, কবর খোরা,
বিশ্ববাসীর চাপে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারেনি ওরা।
কি লজ্জা। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলায়,
সপরিবারের জনককে প্রাণ দিতে হয়।
হে পিতা, তুমি দিয়ে গেছো স্বাধীনতা রক্তে আল্পনা আঁকা,
লাল সবুজের পতাকা।
তুমি অপ্রতিরোধ্য

মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ মুজিব!

কবির আহম্মেদ, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

অজস্র বুলেটের ঝাঁঝালো গর্জন!
আহ! কি নির্মম!
তাজা লাল রক্তের নীরব ক্রন্দন!
মুছে দিতে পারেনি ওরা, বাঙালির শ্রেষ্ঠ
অর্জন।

কান পাতলেই শুনবে প্রতিক্ষণ
চলছেই এর প্রতিবাদ!
হায়! হায়! রবে চলছে!
শোকার্ত বাঙালির গগন বিদীর্ণ আর্তনাদ!

ঘুমিয়ে গেল চিরতরে!
বাঙালির শ্রেষ্ট সন্তান!
বুকের লাল তাজা রক্তে পেল;
মহান স্বাধীনতার প্রতিদান!

নিথর দেহখানী তোমার;
রক্তে হলো ভাসমান!
হত্যা করেছে তোমায়!
ইয়াহিয়ার প্রেতাত্মা! বজ্জাত! বেঈমান!

নিষ্ঠুর হায়নার দল!
মেতে উঠে উল্লাসে!
আজও বইছে অজস্র ধিক্কার!
বাংলার আকাশে-বাতাসে!

(সংক্ষেপিত)

খুঁজে ফিরি

মনিরা রহমান, উপপরিচালক(পাট বীজ),
সাহিত্য সম্পাদক, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি

শোকাহত, বিষণ্ন, ব্যাকুলতায় নয়,
মধ্যরাত্রির দুঃস্বপ্নতার ফসল নয়,
রাত পোহালেই যেন
সেই জ্যোতির্ময় সকালে
" বঙ্গবন্ধু মরে নাই"
বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চেতনার দৃষ্টি মেলে দেখি
বাঙালি জাতির পিতা
দৃঢ় প্রত্যয়ে দাড়িয়ে অবিচল ভঙ্গিতে।

হে পিতা,
তোমায় খুঁজে ফিরি,
ধানমণ্ডি ৩২ থেকে টুঙ্গি পাড়া
টেকনাফ হতে তেঁতুলিয়া
শহীদ মিনার- স্মৃতিসৌধ আর ব্যথিত বাংলায়।

হে পিতা,
তোমায় খুঁজে ফিরি
মধুমতি নদীর তীরে আউশের ক্ষেতে,
নক্ষত্রপুঞ্জের মৌনমিছিলে ,
বাঙালি জাতির স্বপ্নপূরণের স্বপ্নদ্রষ্টারূপে,
বাঙালির গৌরব গাঁথায় ,
মাঠে ঘাটে প্রান্তরে ,কৃষকের ঘরে,
কৃষি ও কৃষকের মুক্তির মিছিলে।

হে পিতা,
তোমায় খুঁজে ফিরি
সাহসী ঝর্ণাধারায় , প্রতিবাদের মিছিলে,
যেখানে জনতা তনু,মিতু সহ সবহত্যার বিচার চায়
যেখানে সন্ত্রাসে আহত মানবতা নিষ্পেষিত হয়,
হায়নাদের পৈচাশিক উল্লাসে মানচিত্র রক্তাক্ত হয়,
জঙ্গিবাদের বিষবাষ্পে নষ্ট অনুভূতি ডানা জাপটায়,
ধ্বংস, মৃত্যু বিভিষীকায়
গুলশানের আকাশ বাতাস রক্তস্রোতে প্লাবিত হয়
জাতি সমাজ ঘৃণা লজ্জায় মাথা নোয়ায়,
যেখানে পিতার দীর্ঘশ্বাস, শোকার্ত জননীর কান্না
ঘৃণায় ক্ষোভে পরিণত হয়।

হে পিতা,
তোমায় খুঁজে ফিরি
তেজদীপ্ত রৌদ্রজ্জ্বল দুপুরে,বাংলার সবুজ মানচিত্রে,
প্রত্যাশার স্পন্দনে,শান্তির শ্বেতকপত উড়িঁয়ে,
বাঙালির সুখ দুঃখ চেতনায় প্রেরণার স্মৃতি গাঁথায়
কালজয়ী হয়ে
ভিষণ ২১ এর মাঝে।

হে...বঙ্গবন্ধু

রিয়াজ উদ্দিন, সহকারী নিয়ন্ত্রক (অডিট)

হে বঙ্গবন্ধু
তোমাকে ভুলিনি কিন্তু
হে বঙ্গবন্ধু।

১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের সেই দিন
অর্জিত হতো না কোন দিন
হে বঙ্গবন্ধু তুমি হীন।

তুমি না জন্মালে এই বাংলায়
মুক্তি থেকে যেত আজও অধরায়।
স্বাধীনতা অর্জিত হতো না কোন দিন
হে বঙ্গবন্ধু তুমি হীন।

১৭ মার্চ জন্মে ছিলে তুমি
ধন্য করেছিলে বাংলার ভূমি।
তোমারই আগমনে, পাখি গায় বনে বনে
শুনতে পাই আমি,
আসিল এই ধরায়
বাঙালির মুক্তি দাতা, বাংলার মহান নেতা
গর্বিত হল বাংলার জমি
১৭ মার্চ জন্মে ছিলে তুমি।

আজও মনে পরে
তোমার কথা,
আজকাল দেখি না মোরা
তোমার মত সুহৃদয় নেতা।

আজ কোথায় মোদের সেই
মহান নেতা,
স্বদেশের তরে যে পেত
হৃদয়ে ব্যথা।

হে জাতির জনক
তুমি ছিলে ন্যায়-নীতি আর আদর্শের বাহক
তোমার সততা, মায়া আর মমতা
করেছে তোমায় মহান নেতা।
তোমার হৃদ্যতা, মানবতা আর মানবিকতা
বানিয়েছে তোমায় অবিসংবাদিত নেতা।
তাই তো আজও ভুলিনি মোরা তোমার কথা
হে জাতির পিতা।

হিমালয় পর্বতের চেয়েও বিশাল তুমি
হে সোনার বাংলার স্থপতি,
আজও তোমায় মোরা ভালোবাসি
দলমত নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি জাতি।

৭ই মার্চ তোমার সেই ভাষণ
কাঁপিয়ে দিল অত্যাচারিদের আসন।
ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান
প্রচ্ছন্ন স্বাধীনতার সেই জয়-গান
করিল স্বৈরাচারদের দম্ভ খান-খান।

(সংক্ষেপিত)

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ভাল বীজে ভাল ফসল

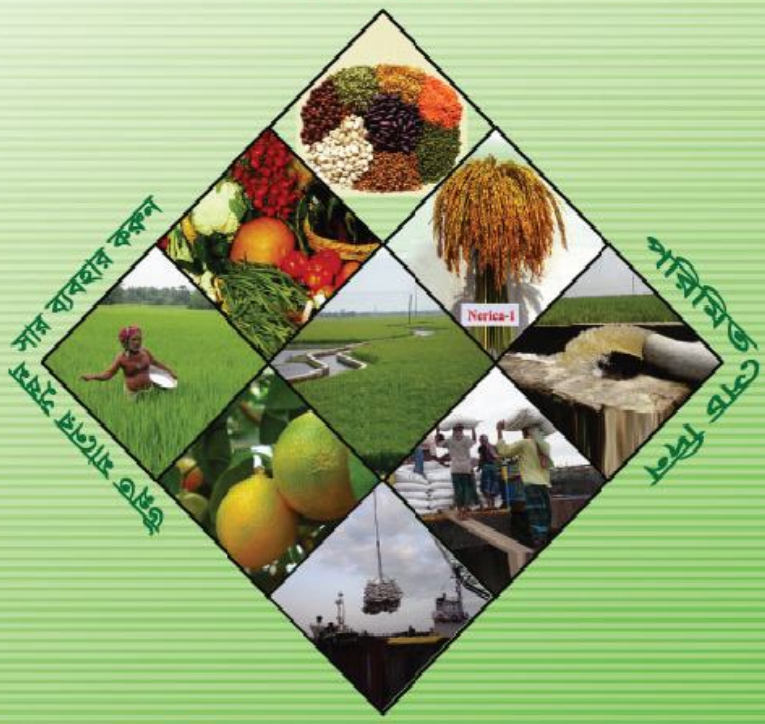

কৃষিই সমৃদ্ধি

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য
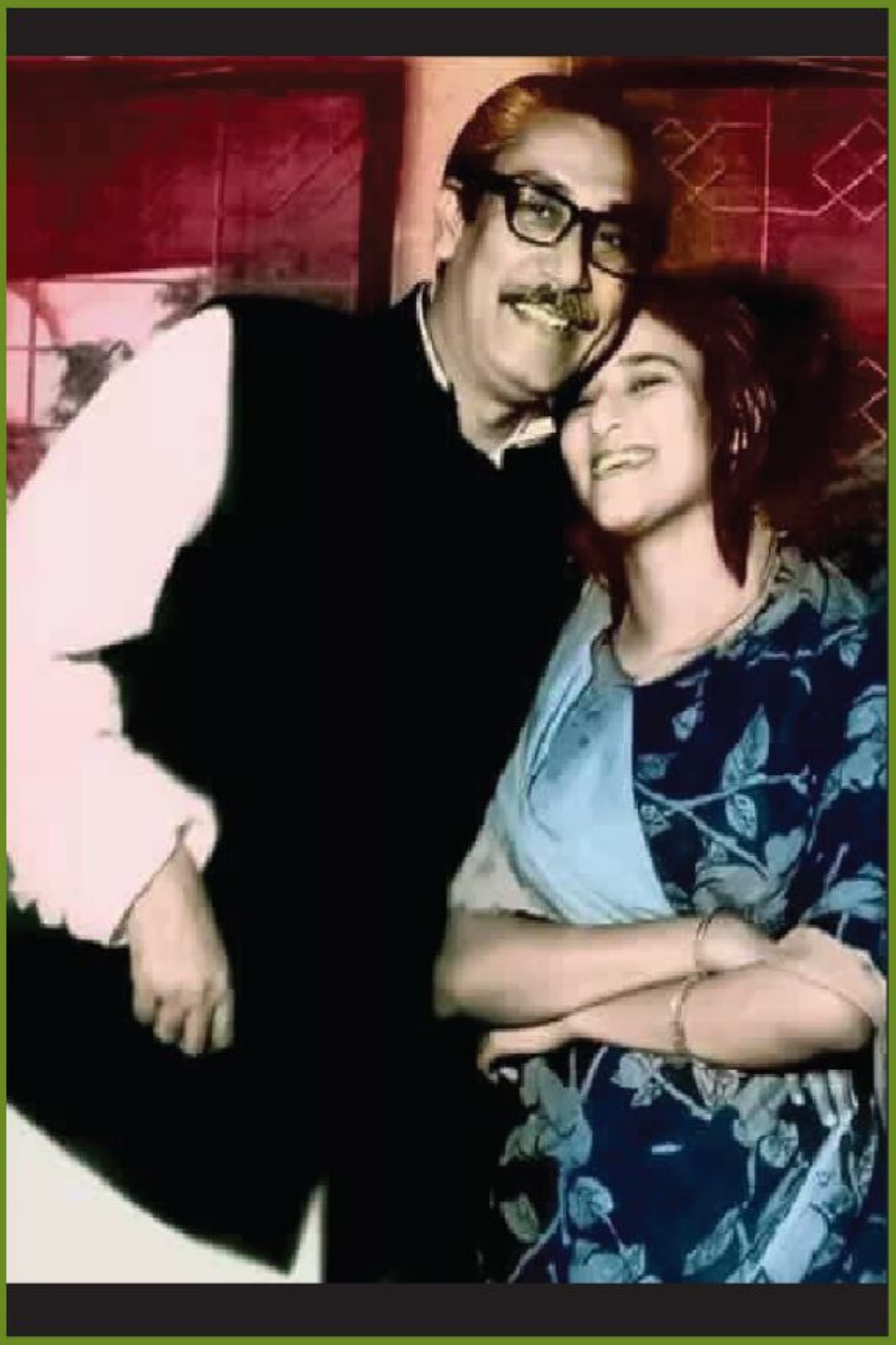
বিশেষ সংখ্যা-২৪